International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 94-97
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 17-03-2026
Accepted: 27-03-2026
Publish : 28-03-2026

Soumyadeep Sardar
Ph.D. Scholar,
Dept. of Sanskrit,
Gujarat University,
Gujarat, India

Correspondence:
Soumyadeep Sardar
Ph.D. Scholar,
Dept. of Sanskrit,
Gujarat University,
Gujarat, India

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত ও আধুনিক সমাজকল্যাণ (Swami Vivekananda's Practical Vedanta and Modern Social Welfare)

Soumyadeep Sardar

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19365988

সারসংক্ষেপ (Abstract):

আধুনিক বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ এবং ধর্মীয় সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মানবসমাজে বিভাজন ও অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণাপত্রে বেদান্ত দর্শন, বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা আলোকে মানুষের মধ্যে মৌলিক ঐক্য, সহমর্মিতা ও মানবিক চেতনা কীভাবে জাগ্রত হতে পারে এবং তা আধুনিক সমাজকল্যাণে কতখানি প্রাসঙ্গিক, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল স্বামী বিবেকানন্দের "ব্যবহারিক বেদান্ত" (Practical Vedanta) ধারনার দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং সমকালীন সমাজে তার কার্যকারিতা নিরূপণ করা। এই প্রসঙ্গে সমাজকল্যাণে তাঁর "জীব সেবাই শিব সেবা" নীতির তাৎপর্য এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

এছাড়াও আধুনিক যুগের ভোগবাদ, মানসিক অস্থিরতা, ধর্মীয় সংঘাত ও নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে তাঁর বেদান্তচিন্তার প্রসঙ্গিকতা সমালোচনা মূলকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত আধুনিক সমাজে মানবিক ঐক্য, নৈতিকতা এবং সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

মূলশব্দ (Keywords):

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্যবহারিক বেদান্ত, অদ্বৈত বেদান্ত, শঙ্করাচার্য, সমাজকল্যাণ, যুদ্ধ, বিশ্বরাজনীতি।

ভূমিকা (Introduction):

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শাখা হল বেদান্তদর্শন, যা প্রধানত উপনিষদসমূহের তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'বেদান্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'বেদের অন্ত' বা 'শেষ অংশ', যা বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে নির্দেশ করে। এই দর্শনে ব্রহ্ম, আত্মা ও জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণ করা হয় এবং মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষ বা মুক্তিলাভকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বেদান্ত মতে, ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্তা এবং জীবাত্মা সেই ব্রহ্মেরই অভিন্ন রূপ। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কারণে মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না এবং সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তাই বেদান্ত দর্শনের মূল লক্ষ্য হল জ্ঞানলাভের মাধ্যমে এই অজ্ঞানের অপসারণ এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধি।

আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি বেদান্তকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য করে তুলেছেন, যা 'ব্যবহারিক বেদান্ত' (Practical Vedanta) নামে পরিচিত। তাঁর মতে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব নিহিত রয়েছে এবং সেই ঈশ্বরত্বের প্রকাশই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "জীবে প্রেম করে যে জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" — অর্থাৎ মানবসেবাই হল প্রকৃত ঈশ্বর সেবা। এই ভাবনার মাধ্যমে তিনি ধর্মকে মানবকল্যাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছেন।

"মানবকল্যাণ" ধারণাটি এখানে বহুমাত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কেবল ভৌত বা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝায় না; বরং মানুষের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমন্বিত রূপকে নির্দেশ করে। একজন মানুষের প্রকৃত কল্যাণ তখনই সম্ভব, যখন সে আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই শক্তিকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, মানবকল্যাণ মানে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়; বরং সমগ্র সমাজের উন্নয়ন, যেখানে সমতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান যুগে ভোগবাদ, প্রতিযোগিতা, মানসিক অস্থিরতা এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে এই মানবকল্যাণের ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অবস্থায় বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the study):

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের নৈতিক তত্ত্ব, তার অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভিত্তি এবং মানবকল্যাণমুখী প্রয়োগকে সুসংবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করা। প্রথমত, তাঁর বেদান্ত চিন্তার কেন্দ্রীয় ধারণাসমূহ—যেমন ব্রহ্ম, আত্মা, ঐক্যবাদ এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি-এর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য নিরূপণ করা এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত ধারণার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবন ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রয়াস, তার দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবন করা হবে।

এছাড়া মানবকল্যাণ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত "জীব সেবাই শিব সেবা" নীতির অন্তর্নিহিত মানবতাবাদী ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক যুগে ভোগবাদ, মানসিক অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের সংকট ক্রমবর্ধমান; এই প্রেক্ষাপটে তাঁর বেদান্তচিন্তা কতখানি প্রাসঙ্গিক এবং তা এই সমস্যাগুলির সমাধানে কতটা সহায়ক হতে পারে, সেটিও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি, শিক্ষা, সমাজসেবা, নারী উন্নয়ন এবং মানবসমতার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারার কার্যকারিতা ও বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা হবে। সর্বোপরি, সমকালীন বিশ্বে মানবিক ঐক্য, সহনশীলতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশে তাঁর দর্শনের ভূমিকা নিরূপণের মাধ্যমে এই গবেষণা স্বামী বিবেকানন্দ-এর চিন্তাধারার সামগ্রিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট।

গবেষণার পদ্ধতি (Research methodology):

স্বামী বিবেকানন্দ এর বেদান্ত দর্শন ও আধুনিক মানবকল্যাণ বিষয়ক এই গবেষণায় প্রধানত গুণগত ও তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। গবেষণাটি মূলত গ্রন্থনির্ভর হওয়ায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও গৌণ—উভয় উৎসের ওপর নির্ভর করা হবে।

পদ্ধতিগতভাবে এই গবেষণায় বিশ্লেষণমূলক, ব্যাখ্যামূলক এবং প্রয়োজনে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে মাধ্যমে তাঁর দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করা হবে; ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর ভাবনার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা হবে; এবং তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে আধুনিক সমাজের সমস্যার সঙ্গে তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা হবে।

সর্বোপরি, এই গবেষণার লক্ষ্য হবে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি ও মানবকল্যাণমুখী প্রয়োগকে একটি সুসংহত ও গবেষণামূলক কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করা।

বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব (Fundamental Principles of Vedanta Philosophy):

বেদান্ত দর্শন ভারতীয় দর্শনের একটি পরিণত ও সুসংহত রূপ, যার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্ম, আত্মা ও জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম একমাত্র পরম সত্য—নিরাকার, নির্গুণ, সর্বব্যাপী এবং চিরন্তন। আত্মা বা জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মেরই স্বরূপ; অজ্ঞানের কারণে মানুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ সত্তা বলে মনে করে। অন্যদিকে জগৎ পরিবর্তনশীল ও আপাত বাস্তব, যা চূড়ান্ত অর্থে ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল।

অদ্বৈতবাদ, বিশেষত আদি শংকরাচার্যের ব্যাখ্যায়, বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। এই মতানুসারে ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই। অদ্বৈতবাদের মূল সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে **"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"** অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম—এই সিদ্ধান্তই এর সারকথা। জগতের বহুত্ব আসলে মায়াজনিত, এবং প্রকৃত সত্য হল এক ও অভেদ ব্রহ্ম।

বেদান্তে মোক্ষ হল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি, যা অর্জিত হয় আত্মজ্ঞান বা নিজের প্রকৃত সত্তার উপলব্ধির মাধ্যমে। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনার উল্লেখ রয়েছে।

বেদান্ত দর্শনের প্রামাণিক ভিত্তি হল প্রস্থানত্রয়ী—উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের মূল ধারণা ব্যাখ্যাত হয়েছে, গীতায় তা জীবন যাত্রার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে এবং ব্রহ্মসূত্রে এই তত্ত্বগুলি সূত্রাকারে সুসংহতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই তিনটির সমন্বয়ে বেদান্ত দর্শনের দার্শনিক কাঠামো গঠিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা (Swami Vivekananda's Interpretation of Advaita Vedanta):

সমস্ত বিশ্বে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে যে ধর্ম ও নীতি প্রচার করেছেন তার উৎস এই অদ্বৈত বেদান্ত এবং যদি পৃথিবীতে কোনদিন সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা এই অদ্বৈততত্ত্বের আশ্রয়েই হবে। মানুষের ভয়ে মানুষ দায়ে পড়ে যে সাম্যনীতি মেনে নেয়, দায় শেষ হলে তা আর টিকতে পারে না। বিনাশের ভয়ে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য আমরা আজ আকাঙ্ক্ষা করছি তাও কোন দিন যথার্থ ঐক্যের সন্ধান দেবে না। ঈশ্বরের ভয়ে বা তাঁর কৃপা লাভ করার আশায় যেটুকু ঐক্য ও সাম্যের কথা মুখে বলি তাও স্থায়ী মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। যেমন অন্ধকারে অগ্রসর হওয়া যায় না, তেমনি নিজের স্বরূপ না জেনে নিজের অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। অনুরূপভাবে জগতের স্বরূপ না জেনে জগতের উন্নতি সাধন করা যায় না। পরমাত্মার সঙ্গে সমস্ত জীবাত্মার এবং সমস্ত জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একত্বকে না জানলে জীবলোকের কল্যাণে কল্পে এক পা অগ্রসর হতে পারা যায় না। সকল নীতিশিক্ষা, ন্যায়শিক্ষা, সকল প্রেম ও দয়া ঐ একত্বের বোধ হতেই নিঃসৃত হবে। অতঃপর স্বামীজি বলেছেন, কেবল অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হতে পারে। তাছাড়া অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দেয়, অপরকে হিংসা করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই হিংসা করছ। কারণ তারা সকলেই যে তুমি। তুমি জানো, সকল হাত দিয়ে তুমি কাজ করছ, সকল পা দিয়ে তুমি চলছ, তুমিই রাজরূপে প্রাসাদে সুখ সম্ভোগ করছ, আবার তুমিই রাস্তায় ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি। দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি, এই তত্ত্ব অবগত হয়ে সকলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করলে নিজেকে হিংসা করা হয়, সেইজন্য কখনও অপরকে হিংসা করা উচিত নয়। কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অদ্বৈত বেদান্তই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা;

অন্যান্য মতবাদ তোমাদেরকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হব, এর কোন হেতু নির্দেশ করতে পারে না। একমাত্র অদ্বৈতদর্শন নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ হতে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ এসে পড়ে। তখন দার্শনিকের উপলব্ধিতে বিশ্বে যা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম বলে অনুভূত হয়। এই সেই উপনিষদেরই উপলব্ধি— **"सर्वं खल्विदं ब्रह्म"**— বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এখানে যা কিছু আছে তা সকলই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ। ভিতরে, বাইরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে যেখানে যা কিছু দেখতে পাই, অনুভব করি তা সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বাদ দিলে বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের মূল অস্তিত্বই থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে— **"सम्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः नेदमूलं भवति"**— হে সৌম্য, পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ সমস্তই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ সৎবস্তুকে কেন্দ্র করে অবস্থিত, মূলে সেই অখণ্ড সত্তাই বিদ্যমান এটি অমূলক নয়, এটাই হল অদ্বৈতবেদান্তের চরম কথা।

এই আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে ব্যবহারিক করে তুলেছেন।

মানবকল্যাণ বিষয়ে স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গি (Swamiji's Perspective on Human Welfare):

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ পুঁথিগত বেদান্ত বিদ্যাকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নরনারায়নের সেবা এবং মানব সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে পথ নির্দেশ করেছিলেন তাও এই অদ্বৈত-ভূমির ওপরই প্রসারিত । স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এই জগতে নরনারায়ণ-সেবার বা সামাজিক অভ্যুদয়ের সামঞ্জস্য হবে কী রূপে? কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, ভারতের ঐশ্বর কর্মগুলি সংসার বৈমুখ্যের মূলীভূত করণ হলে, ঐ ধর্মগুলি কীভাবে জাগতিক উন্নতির প্রেরণা দেবে?

অতএব উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে যে, নেতিমূলক অদ্বৈত বেদান্ত বা যে কোনো সংসার বিমুখ ধর্মমত কোনো ইতিমূলক চেষ্টার খোরাক জোগাতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ এ নয়। শুধু তাই নয়, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁকে সযত্নে অদ্বৈত মতের উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁর গুরু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখতেন না।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈততত্ত্বের চরম অনুভূতি লাভে কৃতার্থ হলেও স্বামীজি কিন্তু জগতের প্রতি উদাসীন থাকেননি। সর্বজীবের এক ব্রহ্মাত্মার দর্শন বসত তিনি জীব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, ব্রহ্মা হতে কীট পরমাণু পর্যন্ত সর্বভূতে সেই প্রেমময় পুরুষ বিরাজমান। মনপ্রাণ শরীর অর্পণ করলে তাঁকে পাওয়া যায়।

সমীক্ষণীয় এই, ঈশ্বর ফলসম্পর্ণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হলে তত্ত্ব, আত্মজিজ্ঞাসা না জাগলে আধ্যাত্মিক হৃদয়ে তদেবতত্ত্ব স্ফুরিত হয় না। এটা বেদান্ত শাস্ত্রের কঠোর নির্দেশ। পূর্ব পূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যরা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সন্ধ্যাবন্দনা, নিরভিসন্ধি, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম বিধান করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিলুপ্ত প্রায়। এখন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম নিষ্কামভাবে করে চিত্ত শুদ্ধি করার সুযোগ ও অবসর নেই। তাই স্বামীজি অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে স্ব-পরভেদ বুদ্ধি বিসর্জন পূর্বক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত জীবকে উদারচিত্তে আপন করে নিতে বলেছেন। অর্থাৎ, **"उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।"**

স্বামীজি আরো বলেছেন জীবে প্রেম ঘনীভূত হলে ঈশ্বর প্রেম ঘনীভূত হবে। এইভাবে স্বামীজি আধুনিক কালের সকলের পরম উপযোগী চিত্তশুদ্ধির সহজ পথটি নির্দেশ করেছেন এবং প্রাতঃ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা ও প্রতিকার (Relevance and Remedies in Modern Society):

আধুনিক বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ এবং ধর্মীয় সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে মানবসমাজে বিভাজন, অবিশ্বাস ও সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আজ দেশ-দেশান্তরের মধ্যে যেমন সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরেও অশান্তি, হিংসা ও দ্বন্দ্বের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। সমাজ জীবনের এই অস্থিরতা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গপটে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায় ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। একই ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে অতুল প্রসাদ সেন এর বিখ্যাত গানে— "বল, বল, বল সবে, শতবীণা বেণুরবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

স্বাধীনতার বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও এই আদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না— তা আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও বিভেদ, হিংসা ও স্বার্থপরতার প্রবণতা এখনো সমাজে বিদ্যমান, যা অনেক সময় কিছু মুষ্টিমেয় লোক, রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছে।

ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ এবং ধর্মীয় সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা মানবসমাজে বিভাজন ও অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বেদান্ত দর্শন, বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায়, মানুষের মধ্যে মৌলিক ঐক্য ও সহমর্মিতার ধারণা জাগ্রত করে। অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে সকল সত্তা এক পরম সত্যের প্রকাশ—এই উপলব্ধি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভেদ অতিক্রম করে শান্তি ও সহাবস্থানের পথ নির্দেশ করতে সক্ষম।

ভোগবাদ ও বস্তুবাদী প্রবণতার কারণে আধুনিক মানুষ ক্রমশ মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ ও অসন্তোষে ভুগছে। বেদান্ত মানুষকে বাহ্যিক ভোগ থেকে দূরে এসে আত্মানুসন্ধান, সংযম এবং অন্তর্মুখী চেতনার দিকে পরিচালিত করে, যা মানসিক স্থিতি ও প্রশান্তি অর্জনে সহায়ক।

এছাড়া বেদান্তের শিক্ষা আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার পুনর্জাগরণ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং সত্য, অহিংসা ও সহনশীলতার মতো মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে।

বিশ্বশান্তি ও মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বেদান্তের অদ্বৈত ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি সকল মানুষের মধ্যে অভেদত্ব ধারণা প্রতিষ্ঠা করে।

পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মকে একই পরম সত্যের বিভিন্ন পথ হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতার পরিবেশ গড়ে তোলে। ফলে আধুনিক বৈশ্বিক সমাজে বেদান্ত দর্শন এক গভীর মানবিক ও দার্শনিক দিশা প্রদান করে।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ (Critical Analysis):

স্বামী বিবেকানন্দ এর বেদান্ত ব্যাখ্যার প্রধান শক্তি হল এর মানবমুখী ও ব্যবহারিক রূপায়ণ। তিনি বেদান্তকে নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে "ব্যবহারিক বেদান্ত" (Practical Vedanta) এর মাধ্যমে সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন। "জীব সেবাই শিব সেবা" এই নীতির মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিকতা ও মানবকল্যাণকে একসূত্রে আবদ্ধ করেন, যা আধুনিক সমাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ব্যাখ্যায় বেদান্ত সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপ লাভ করে, যা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

তবে তাঁর এই ব্যাখ্যার কিছু সীমাবদ্ধতাও উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথাগত অদ্বৈত তত্ত্বকে সহজ ও জনপ্রিয় করার জন্য অনেক সময় তার সূক্ষ্ম দার্শনিক দিকগুলো সংক্ষিপ্ত করেছেন, ফলে কঠোর দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা আংশিকভাবে সরলীকৃত বলে মনে হতে পারে।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে তাঁর বেদান্ত চিন্তা অত্যন্ত প্রয়োগযোগ্য, বিশেষত মানসিক অস্থিরতা, নৈতিক সংকট ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে। তুলনামূলকভাবে আদি শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত যেখানে অধিকতর তাত্ত্বিক ও জ্ঞানকেন্দ্রিক, সেখানে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা অধিক ব্যবহারিক ও সমাজমুখী, যা সমকালীন মানব-সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার (Conclusion):

উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্মে বলা যায়, বেদান্ত দর্শন মানুষের আত্মস্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান প্রদান করে এবং মানবকল্যাণে এক গভীর দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করে। এই দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়। যেখানে আধ্যাত্মিকতা ও মানসেবা একসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তাঁর "ব্যবহারিক বেদান্ত" ধারণা আধুনিক সমাজে নৈতিকতা, সমতা ও মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান যুগে ভোগবাদ ও মানসিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে তাঁর দর্শন মানবকল্যাণের এক কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক দিশা প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

1. পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী. এবার কেন্দ্রে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।
2. বিবেকানন্দ, স্বামী. বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০।
3. চেতানন্দ, স্বামী. বেদান্ত: মুক্তির বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।
4. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১
5. 'এষ মানুষ হও' — স্বামীজির বক্তৃতার অংশ থেকে গৃহীত।
6. দে, বি. বিবেকানন্দ স্মৃতি, নির্মল কুমার সাহা প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৬০।
7. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬/৮/৪-৫
8. উদ্বোধন [বর্ষ-৬০], উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮।
9. গম্ভীরানন্দ, স্বামী যুগনায়ক বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬।
10. পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।
11. পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী: যুগদিশারী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।
12. মিত্র, কৌ. বিবেকানন্দের বিপ্লব চিন্তা, সুজন পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৭০।
13. 'বল, বল, বল সবে', — কবি অতুল প্রসাদ।